এটা কোন্ যুগ ?

(যুগকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার ।)

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর

প্রণীত ।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত ।)

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত ।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত ।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড ।

১৮ ভাদ্র ১২৯৯ সাল ।

মূল্য /০ এক আনা ।

এটা কোন্ যুগ ?

(যুগকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার।)

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর

প্রণীত।

ধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।)

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫নং অপার চিৎপুর রোড।

১৮ শ্রাবণ ১২৯৯ সাল।

মূল্য /০ এক আনা।

ভূমিকা।

"এটা কোন্ যুগ?" (প্রথম প্রস্তাব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধের এই প্রথম প্রস্তাবটি গত বৎসরের কার্ত্তিক মাসের "সাহিত্য ও বিজ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রস্তাবটি সংশোধিত এবং স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংপ্রতি তাহা পুনঃ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গেল। এক্ষণে এবিষয়ে বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলী ও সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে লেখক শ্রম সফল বোধ করিবেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীশ্রী৺ বৈদ্যনাথের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পুরোহিত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশানন্দ দত্ত ওঝা মহোদয়ের সাহায্যে ও শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকূল্যে এই প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

বৈদ্যনাথ দেওঘর
১২৯৯ সাল শ্রাবণ। } শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

এটা কোন্ যুগ ?

১

এটা কোন্ যুগ ? প্রশ্ন শুনিয়াই হয়ত অনেকে হাসিয়া ফেলিবেন। কিন্তু পাঠক-গণ যদি ধীরতার সহিত সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারি-বেন যে, "এটা কোন্ যুগ ?" এই প্রশ্নটি নিতান্ত নিরর্থক নহে।

স্মৃতি আদি শাস্ত্র সকলের মধ্যে মনু-সংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক, প্রাচীন ও মাননীয়। এমন কি শ্রুতিতেও মনুর প্রশংসা দেখা যায়। যথা—

"মনুর্বৈযৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজম্।"

কল্লূক ধৃত ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ।

অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎসমস্তই ঔষধের তুল্য হিতকারী বলিয়া জানিবে। মহামতি বৃহস্পতিও বলিয়া-ছেন—

"মন্বর্থবিপরীতাযা সা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে।"

অর্থাৎ যে স্মৃতিতে মনু বিরুদ্ধ উপদেশ দৃষ্ট হইবে, তাহা গ্রাহ্য নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, যুগ কাল নির্ণয় সম্বন্ধে মহর্ষি মনু কি বলিয়াছেন। তিনি স্বকৃত সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেনঃ-

"ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য যৎ প্রমাণং সমাসতঃ।
একৈকশোযুগানান্তু ক্রমশস্তন্নিবোধত ॥ ৬৮ ॥
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ৬৯ ॥
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৭০ ॥
যদেতৎ পরিসঙ্খ্যাতমাদাবেব চতুর্যুগং।
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে ॥ ৭১ ॥
দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসঙ্খ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ ॥ ৭২ ॥
যৎ প্রাক্ দ্বাদশসাহস্রমুদিতং দৈবিকং যুগং।
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥ ৭৯ ॥
অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ ॥ ৮৩ ॥

অর্থ—ব্রহ্মার দিবারাত্রির এবং সত্য ত্রেতাদি এক এক যুগের যে পরিমাণ, তাহা ক্রমশঃ সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। চারি সহস্র বৎসরে সত্যযুগ হয়। সেই যুগের পূর্ব্ব চারি শত বৎসর সন্ধ্যা, এবং উত্তর চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ হয়। অন্যান্য তিন যুগ এবং তাহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ যথাক্রমে ক্রমশঃ এক সহস্র ও এক শত বৎসর কমিয়া যায়। অর্থাৎ তিন সহস্র বৎসরে ত্রেতাযুগ, তিন শত বৎসর তাহার সন্ধ্যা ও তিন শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। দুই সহস্র বৎসরে দ্বাপর যুগ; দুইশত বৎসর উহার সন্ধ্যা ও তৎ-পরিমিত বৎসর উহার সন্ধ্যাংশ হয়। সহস্র বৎসর কলিযুগের পরিমাণ; এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে এক শত বৎসর। মনুষ্যগণের এই দ্বাদশ সহস্রবর্ষাত্মক চতুর্যুগে দেবতাগণের এক

যুগ হয়। এইরূপ দৈব পরিমাণে সহস্র যুগে (অর্থাৎ আমাদের সহস্র চতুর্যুগে *) ব্রহ্মার এক দিন হয় এবং ঐ পরিমিত কালে তাঁহার এক রাত্রি হয়। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশসহস্রবর্ষাত্মক দৈবযুগের এক সপ্ততিগুণ কালে অর্থাৎ আটলক্ষ বাওয়ান্ন সহস্র বৎসরে এক এক মন্বন্তর (মনুর অধিকার কাল) শেষ হয়। সত্য যুগের মনুষ্যগণ রোগহীন, সিদ্ধকাম ও শতবর্ষ পরমায়ু সম্পন্ন কিন্তু ত্রেতাদি যুগত্রয়ে মানবায়ুর পরিমাণ ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া হ্রাস হইতে থাকে। (১)

---

* এক সহস্র চতুর্যুগে বা ১২০০০০০০ বৎসরে একবার প্রলয় হয়।

(১) বৈদ্যকের মতও এইরূপ। মহাভারতীয় শান্তি-পর্ব্বের ২৩১ অধ্যায়েও এই মতই সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে, প্রাচীনকালের লোকগণের অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক পরমায়ু কল্পিত হইয়াছে। গরুড়-পুরাণ মতে (২২৭ অঃ) সত্যযুগে মানবায়ু ৪ সহস্র, ত্রেতায় ১ সহস্র, দ্বাপরে চারিশত বর্ষ ছিল। পদ্ম-

প্রচলিত পঞ্জিকানুসারে কলিযুগের পর ৪৯৯৩ বৎসর অতীত হইয়াছে। এতদনুসারে কলিযুগ ৩১০০ পূঃ খৃঃ আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু মনুসংহিতানুসারে কলিযুগে (সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সহ) এক সহস্র দুই শত বৎসর মাত্র। সুতরাং ভগবান্ মনুর মতে (৩১০০—১২০০) ১৯০০ পূঃ খৃষ্টাব্দেই কলিযুগ শেষ হইয়াছে, এবং কলিযুগের পর প্রায় ৩৮ শত বৎসর গত হইয়াছে। এই ৩৮ শত বৎসর কোন্ যুগের ?

পুরাণানুসারে সত্যযুগে নরগণ ৪ সহস্র, ত্রেতায় ৩ সহস্র ও দ্বাপরে ২ সহস্র বৎসর জীবিত থাকিত। আবার প্রচলিত পঞ্জিকানুসারে সত্যযুগে মানবায়ুর পরিমাণ ১ লক্ষ, ত্রেতায় দশ সহস্র ও দ্বাপরে ১ সহস্র!!! বেদের বহু স্থলে মানবায়ুর পরিমাণ ১ শত বৎসর লিখিত আছে। বলা বাহুল্য বেদের ও মনু সংহিতার উভয়েই প্রামাণিক।

এই শেষ শ্লোকের যে অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সংকৃত নহে। উহা উক্ত পত্রিকার সম্পাদককৃত।

এই প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? টীকাকার মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্ট ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদের মীমাংসা সন্তোষকর নহে। মেধাতিথি বলেন

'প্রকৃতত্বাদ্দৈবিকানি বর্ষাণি পরিগৃহ্যন্তে।"

কুল্লুকভট্ট বলেন—

"বর্ষসংখ্যা চেয়ং দিব্যমানেন।"

অর্থাৎ যুগ কালনির্ণয় সম্বন্ধে যে বর্ষ সংখ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাকে দৈব বৎসর (১) বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। * জিজ্ঞাসা করি, কেন? মূলে ত

---

(১) মানব পরিমাণের ৩৬০ বৎসরে এক দৈব বৎসর হয়।

* টীকাকার রামচন্দ্র তৎকৃত মনুভাবার্থচন্দ্রিকা নামক টীকায় যুগ সংখ্যা নির্দ্দেশক বর্ষসংখ্যাকে "দৈব" বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

• "বাইবেলের সাপ্তাহিক সৃষ্টি বর্ণনার সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য হয় না দেখিয়া য়ুরোপের অনেক খৃষ্টান এইরূপ দৈব দিনের কল্পনা করিয়াছেন।" সাধনা।

দৈব বৎসরের কোনও উল্লেখ নাই। যুগ-সঙ্খ্যা-নির্দ্দেশক বর্ষগুলিকে দৈব বৎসর বলিয়া ধরিলে, আয়ুঃসঙ্খ্যা নির্দ্দেশক (৮৩ শ্লোকাক্ত) বৎসরগুলিকে দৈববৎসর. বলিয়া ধরা হইবে না কেন? কিন্তু টীকা-কারগণ আয়ুঃনির্দ্দেশক বর্ষসঙ্খ্যাগুলিকে মানববর্ষ বলিয়া ধরিয়াছেন। আয়ুঃনির্দ্দেশক বর্ষগুলি যদি দৈব বর্ষ না হইল, তবে যুগসঙ্খ্যা-নির্দ্দেশক বৎসরগুলি দৈব বৎসর হইল কোন্ যুক্তি বলে? এক পুস্তকের এক অধ্যায়ের, একই অংশের দুইটী শ্লোকের মধ্যে, একটির বর্ষসঙ্খ্যাকে 'দৈব' ও অপরটির বর্ষসঙ্খ্যাকে 'মানব' বৎসর বলিয়া ধরিয়া লওয়া কতদূর যুক্তি-সঙ্গত, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। ৬৯ শ্লোকোক্ত বর্ষের সহিত ৮৩ শ্লোকোক্ত বর্ষের যদি কোনও পার্থক্য থাকিত, তাহা হইলে ভগবান্ মনু নিশ্চ-

য়ই তাহাদের পার্থক্য নির্দ্দেশ করণার্থ দুইটি স্বতন্ত্র (দৈব ও মানুষ) শব্দ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তিনি যখন তাহা করেন নাই, তখন, একই 'বর্ষ' শব্দ দুইটি শ্লোকে দুই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও, এরূপ অনুমান করা সুযুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যদি বলেন, দুইটিকেই দৈব বৎসর বলিয়া ধরিয়া লইলে ক্ষতি কি? ক্ষতি বিলক্ষণ আছে। (১ম) দৈব শব্দটি মূলে কোথাও নাই। সুতরাং যাহা মূলে নাই কল্পনা-বলে তাহা সৃষ্টি করা যুক্তিবিরুদ্ধ। (২য়) দুইটিকেই দৈব বৎসর ধরিলে স্বীকার করিতে হয় যে, কলিযুগে মানবের পরমায়ু ১০০ × ৩৬০ = ৩৬০০০ বৎসর!!

আর এক কথা; মানুষের যুগ মানুষের বৎসরেই ধরা হইবে; এইত সোজা

কথা। তাহা না হইয়া মানুষের যুগ দেবতার বৎসরে গণনা করা যাইবে, এ কি রকম উল্টা কথা? সোজা পথে না গিয়া অত বিড়ম্বনার দরকার কি? মানবের বর্ষ যদি (দৈব দিবসানুসারে গণিত না হইয়া), মানব দিবসানুসারেই গণিত হয়, তবে মানবের যুগ মানবের বর্ষানুসারে গণিত হইবে না কেন? এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মনুসংহিতা মানবগণের জন্যই প্রণীত হইয়াছিল, দেবতাগণের জন্য উহা রচিত হয় নাই।

এখন দেখা যাউক, মনুর পরবর্ত্তী প্রাচীন ঋষিগণ এবিষয়ে কি বলিয়াছেন। মনুর পরবর্ত্তী স্মৃতিকারগণ (বিষ্ণু * ব্যতীত)

---

* বিষ্ণু স্মৃতির বিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, দ্বাদশ শত 'দৈব' বৎসর কলিযুগের পরিমাণ। কিন্তু বিষ্ণু স্মৃতির প্রাচীনত্ব স্বীকারে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। এই স্মৃতির বিংশ অধ্যায়ে "বাসাংসি জীর্ণানি" ও "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি" প্রভৃতি মহাভারতান্তর্গত

এবিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। রামায়ণেও এ বিষয়ের কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তার পর মহাভারত। মনুসংহিতা ব্যতীত মহাভারতাপেক্ষা আর এমন কোনও প্রাচীন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে এ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ আছে। ভগবান মার্কণ্ডেয় পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"যংহ্যেষ পুরুষোবেদ দেবা অপি ন তং বিদুঃ ॥ ১৯ ॥

গীতোক্ত কয়েকটী শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত থাকায় এবং ইহার অষ্টনবতিতম অধ্যায়ে ভগবানের অষ্টমাবতার শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ থাকায়, ইহা যে মহাভারতের পরবর্ত্তী কালের, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। আমরা দেখাইব, মহাভারত ও হরিবংশোক্ত যুগসংখ্যায় 'দৈব' বৎসরের কোনও উল্লেখ নাই, বরং তাহাতে যুগসংখ্যোক্ত বর্ষগুলিকে স্পষ্টাক্ষরেই 'মানব' বর্ষ বলা হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে, মহাভারতের পরবর্ত্তী কালে যুগসংখ্যানির্দ্দেশক বর্ষগুলি 'দৈব' বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল।

সর্ব্বমাশ্চর্য্যমেবৈতন্নির্বৃর্ত্তং রাজসত্তম।
আদিতো মনুজব্যাঘ্র! কৃৎস্নস্য জগতঃ ক্ষয়ে॥ ২০॥
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎ কৃতং যুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্॥ ২১॥
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতাযুগমিহোচ্যতে।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্॥ ২২॥
তথা বর্ষসহস্রে দ্বে দ্বাপরং পরিমাণতঃ।
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্॥ ২৩॥
সহস্রমেকং বর্ষাণাং তথা কলিযুগং স্মৃতং।
তস্য বর্ষশতং সন্ধিঃ সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্॥ ২৪॥
সন্ধিসন্ধ্যাংশয়োস্তুল্যং প্রমাণমুপধারয়।
ক্ষীণে কলিযুগে চৈব প্রবর্ত্ততি কৃতং যুগং॥ ২৫॥
এষা দ্বাদশসাহস্রা যুগাখ্যা পরিকীর্ত্তিতা॥ ২৬॥

বনপর্ব্ব ১৮৮ অঃ।

"হে মনুজসত্তম (যুধিষ্ঠির)! প্রলয়-কালে সমুদায় বিনষ্ট হইলে, অবাঙ্মনস-গোচর পরমেশ্বর হইতেই এই আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ সমস্ত জগৎ পুনরায় সৃষ্ট হয়। তাহার প্রথম সত্যযুগ। সেই সত্য-যুগের পরিমাণ চতুঃসহস্র বৎসর। ঐ

যুগের সন্ধ্যা চতুঃশত বৎসর, এবং সন্ধ্যাং-শও সেইরূপ (১)। ত্রেতাযুগ ত্রিসহস্র বর্ষ পরিমিত; উহার সন্ধ্যা ত্রিশত বৎসর, এবং সন্ধ্যাংশও তাদৃশ। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দ্বিসহস্র বৎসর; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে দ্বিশত বৎসর। কলিযুগ এক সহস্র বর্ষ-মাত্রাত্মক; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে এক শত বৎসর। হে মহারাজ! কলিযুগ ক্ষয় হইলে পুনরায় সত্যযুগ সমুপস্থিত হয়। এই দ্বাদশ সহস্র বার্ষিকী যুগসংখ্যা পরিকীর্ত্তিত হইল।”

এই মার্কণ্ডেয়োক্তির সহিত মনূক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। এখানে, এমন কি, সমগ্র মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়ের কোন স্থানেই দৈব বৎসরের কোনও নাম

---

(১) এই শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ দৈব বৎসরের কোনও উল্লেখ করেন নাই। বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদকগণ এস্থলে ‘দৈব’ শব্দটী বসাইয়া দিয়াছেন

গন্ধ নাই। সুতরাং মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের মতেও ১২ শত "মানব বর্ষই" কলিযুগের অবস্থিতি কাল।

এখন দেখা যাউক, এ বিষয়ে ভগবান্ বেদব্যাসের মত কি? ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবকে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"মাসঃ স্মৃতো রাত্র্যহনী চ ত্রিংশৎ
সম্বৎসরো দ্বাদশ মাস উক্তঃ।
সম্বৎসরং দ্বে ত্বয়নে বদন্তি
সংখ্যাবিদো দক্ষিণমুত্তরঞ্চ॥

পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
কৃষ্ণোঽহঃ কর্ম্মচেষ্টায়াং শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী॥
দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষঃ প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নম্ রাত্রিস্যাদ্দক্ষিণায়নম্॥
যে তে রাত্র্যহনী পূর্ব্বে কীর্ত্তিতে "জীবলৌকিকে"
তয়োঃ সংখ্যায় বর্ষাগ্রং ব্রাহ্মো বক্ষ্যাম্যহক্ষপে॥
পৃথক্ সম্বৎসরাগ্রাণি প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ।
কৃতে ত্রেতাযুগে চৈব দ্বাপরে চ কলৌ তথা॥

চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎকৃতং যুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সংন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সন্ধ্যাংশেষু ততস্ত্রিষু।
একপাদেন হীয়ন্তে সহস্রাণি-শতানি চ॥
... ...
এতাং দ্বাদশসাহস্রীং যুগাখ্যং কবয়ো বিদুঃ।
সহস্র পরিবর্ত্তন্তদ্ ব্রাহ্মং দিবসমুচ্যতে॥

ত্রিশ অহোরাত্রে এক মাস এবং দ্বাদশ মাসে এক বৎসর কথিত হইয়া থাকে। সংখ্যাবিদ্ ব্যক্তিগণ বলেন, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন এই অয়ন দ্বয়ে এক বৎসর হয়। মনুষ্যলোকের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্রি হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের কর্ম্ম করিবার ও শুক্লপক্ষ নিদ্রা যাইবার সময়; অর্থাৎ কৃষ্ণ পক্ষ তাঁহাদের দিবস ও শুক্লপক্ষ তাঁহাদের রাত্রিরূপে কথিত হইয়া থাকে। মানবগণের এক বৎসরে দেবতাদিগের অহোরাত্র হয়। তন্মধ্যে উত্তরায়নে তাঁহাদের দিবস ও দক্ষিণায়নে তাঁহাদের রাত্রি হয়। "ইতি-

পূর্ব্বে যে জীবলোকের দিনযামিনীর বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি তদনুসারে” অর্থাৎ মানব পরিমাণানুসারে ব্রহ্মার দিবা রাত্রি ও সম্বৎসরের এবং সত্যাদি যুগ চতুষ্টয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে পৃথক্ পৃথক্ বলিতেছি।* চারি

---

* এই দুই শ্লোকের বর্দ্ধমান রাজবাটীর পণ্ডিতগণকৃত অনুবাদ এই—জীবলোকের দিন যামিনীর বিষয় যাহা কীর্ত্তন করিয়াছি, তদনুসারে ক্রমশঃ যাহা দেবলোকের দিবারাত্রি কথিত হইল, সেই দৈব পরিমাণে দ্বিসহস্র বৎসরে ব্রহ্মার এক অহোরাত্রি হয় ইত্যাদি।” এই অনুবাদ যে মূলানুযায়ী হয় নাই ও স্বকপোলকল্পিত তাহা, যাঁহারা কিঞ্চিৎমাত্র ও সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। পাঠকগণ দেখিবেন, মূলে এমন কোনও কথাই নাই যাহাদ্বারা “তদনুসারে ক্রমশঃ যাহা দেবলোকের দিবারাত্রি কথিত হইল, সেই দৈব পরিমাণে দ্বিসহস্রবৎসর” এইরূপ কোনও ভাব প্রকাশ পাইতে পারে। এই ভাবটুকু সম্পূর্ণ কপোল কল্পিত। পরলোকগত মহাত্মা কালীপ্রসন্নসিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এই—“পূর্ব্বে এই মানুষলৌকিক যে যে দিবারাত্রি কথিত হইয়াছে, আমি সেই দিবারাত্রি গণনা করিয়া ব্রহ্মার দিবারাত্রি ও সম্বৎসর আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।” এই অনুবাদ শুদ্ধ হইলেও অতি সংক্ষিপ্ত।

সহস্র বর্ষ সত্যযুগের পরিমাণ, পূর্ব্বচারি-শত বৎসর উহার সন্ধ্যা, ও উত্তর চারিশত বৎসরে উহার সন্ধ্যাংশ হয়। অন্যান্য তিন যুগ এবং তাহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ যথাক্রমে ক্রমশঃ এক সহস্র ও এক শত বৎসর কমিয়া যায়। কবিগণ এই দ্বাদশ সহস্র বর্ষকে (দৈব) যুগ বলিয়া থাকেন, ইহারই সহস্র পরিমিত বর্ষে ব্রহ্মার এক দিবস হয়। (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৩১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

উপরি উদ্ধৃত পংক্তিগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, ভগবান বেদব্যাস প্রথমতঃ মানব, পৈত্র্য ও দৈব, এই ত্রিবিধ বর্ষের পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া, পরে প্রথমোক্ত মানববর্ষানুসারেই যুগাদির পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন। "যেতে রাত্র্যহনী পূর্ব্বে" এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান বেদ-

ব্যাস ইহাই বলিতেছেন যে, যুগসংখ্যা নির্দ্দেশক বর্ষগুলি 'দৈববর্ষ' নহে, পৈত্র্য বর্ষও নহে, প্রকৃত পক্ষে সেগুলি 'মানববর্ষ'। মানবের দিবসানুসারে মানববর্ষ ও মানব-বর্ষানুসারে মানবগণের যুগ গণনা করাই যুক্তিসঙ্গত ও বিধেয় বলিয়া, ভগবান্ বেদ-ব্যাস মানুষের যুগ মানব-বর্ষানুসারেই গণনা করিয়াছেন।

ভগবান্ বেদব্যাসের শিষ্য ও প্রতিনিধি বৈশম্পায়নও হরিবংশে এই কথাই বলিয়াছেন। আবশ্যক বোধে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"মন্বন্তরস্য সংখ্যানং যুগানাঞ্চ মহামতে!
ব্রহ্মণোহ্ন প্রমাণং চ বক্তুমর্হসি মে দ্বিজ!॥
বৈশম্পায়ন উবাচ—
অহোরাত্রং বিভজতে মানবং লৌকিকং পরং।
তামুপাদায় গণনাং শৃণু সংখ্যামরিন্দম॥
... ...
"চত্বার্য্যেব সহস্রাণি বর্ষাণাস্তু কৃতং যুগং।
তাবৎ শতী ভবেৎ সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথা নৃপ॥

ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতা স্যাৎ পরিমাণতঃ।
তস্যাশ্চ ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥
তথা বর্ষসহস্রে দ্বে দ্বাপরং পরিকীর্ত্তিতং।
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চৈব তদ্বিধঃ॥
কলির্বর্ষসহস্রঞ্চ সংখ্যাতোঽত্র মনীষিভিঃ।
তস্যাপি শতিকা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥
এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগসংখ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
দিব্যেনানেন মানেন যুগসংখ্যাং নিবোধ মে *॥
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগং।
যুগং তদেকসপ্তত্যা গুণিতং নৃপসত্তম॥
মন্বন্তরমিতি প্রোক্তং সংখ্যানার্থবিশারদৈঃ॥ ইত্যাদি

হরিবংশে ৮ম অধ্যায়ঃ।

জনমেজয় কহিলেন, "হে দ্বিজগণ! যুগকাল, মন্বন্তর ও ব্রহ্মার দিবারাত্রির

---

* "দিব্যেনানেন" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধের যথাযথ অনুবাদ মূলে উদ্ধৃত চিহ্নের মধ্যে প্রদান করিয়াছি। কিন্তু ইহার সার্থকতা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া এই শ্লোকার্দ্ধের প্রকৃত মর্ম্ম বা সার্থকতা বুঝাইয়া দেন, বিশেষ বাধিত হইব। কিন্তু মূলে যে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে, এই শ্লোকার্দ্ধের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে।

পরিমাণ আমাকে বলুন।" বৈশম্পায়ন কহিলেন,—

"হে অরিন্দমন! "যে গণনা দ্বারা মানব লোকের অহোরাত্রের বিভাগ হয়, সেই গণনানুসারে" (অর্থাৎ মানব পরিমাণানুসারে) আমি যুগ মন্বন্তরাদির সংখ্যা কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

"চারি সহস্র সম্বৎসর কৃত *অর্থাৎ সত্য যুগের পরিমাণ, ইহাতে চতুঃশতী সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ বিশেষ হয়। তিন সহস্র বৎসর ত্রেতাযুগের পরিমাণ, ত্রেতার ত্রিশতী ও অপর এক সন্ধ্যাংশ। দুই সহস্র বৎসর দ্বাপর যুগের পরিমাণ, দ্বাপরযুগে দ্বিশতী সন্ধ্যা ও তথাবিধ সন্ধ্যাংশ। এক সহস্র বৎসর কলিযুগের পরিমাণ, ইহার সন্ধ্যা শতবর্ষ ও সন্ধ্যাংশ তথাবিধ। মহারাজ! মানুষ পরিমাণানুসারে দ্বাদশ সহস্র সম্বৎসরে যে চারি

যুগ হয় তাহার সংখ্যা কীৰ্ত্তন করিলাম। "সম্প্রতি দেবতাগণের পরিমাণানুসারে যুগ-সংখ্যা কিরূপ তাহা শ্রবণ করুন।" সংখ্যা-তত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, মানুষ পরিমাণে যে সময়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি পূর্ণ যুগ হয়, এক সপ্ততি-গুণ সেইরূপ সময়ে অর্থাৎ এক সপ্ততি সংখ্যক মানুষ চতুর্যুগে মনুর এক যুগ হয়; মনুর এই যুগকেই মন্বন্তর বলা হয় ইত্যাদি।" (প্রতাপচন্দ্র রায়ের প্রকাশিত (১২৮৭ সাল) হরিবংশ বঙ্গানুবাদ ১২ পৃঃ।)

হরিবংশের আরও এক স্থলে (১৯১ অধ্যায়ে) যুগকালের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সেখানেও 'দৈব' বর্ষের কোনও উল্লেখ নাই। (পরিশিষ্ট দেখুন।)

যখন দেখিতেছি, মহর্ষি মনু, মহামুনি মার্কণ্ডেয় ও মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ-

ব্যাস—সকলেই যুগকাল নির্ণয় সম্বন্ধে একমত, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই উক্ত যুগকালনির্দ্দেশক বর্ষসংখ্যাকে ইঙ্গিতেও "দৈব বৎসর" বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, বরং ভগবান্ বেদব্যাস ও তৎশিষ্য বৈশম্পায়ন উক্ত বর্ষ সংখ্যাকে স্পষ্টাক্ষরেই "মানব বর্ষ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া সে গুলিকে কল্পনাবলে "দৈব" বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সুতরাং মন্বাদি প্রাচীন ঋষিগণের মতে কলিযুগের অবস্থিতি-কাল মানব পরিমাণের ১২ শত বৎসর মাত্র। কিন্তু এদিকে পঞ্জিকাকারগণের মতে কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রায় ৫ সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। এই পাঁচ সহস্র হইতে কলিযুগের ১২ শত বৎসর বাদ দিলে ৩৮ শত বৎসর বাকী থাকে। এই ৩৮ শত বৎসর কোন্

যুগের? ইহাই প্রশ্নের কারণ যে এটা কোন্ যুগ?

ইতি প্রথম প্রস্তাব।

পরিশিষ্ট।

হরিবংশের ১৯১ অধ্যায়ে (১) যুগ সংখ্যা সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে তাহা এই:—

চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাংতু কৃতং যুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা দ্বিগুণা জনমেজয় ॥
ত্রীণি বর্ষ সহস্রাণি ত্রেতাযুগমিহোচ্যতে।
তস্য তাবৎশতী সন্ধ্যা দ্বিগুণা পরিকীর্ত্তিতা ॥
দ্বাপরং দ্বে সহস্রস্তু বর্ষাণাং কুরুসত্তম।
তস্য তাবৎ শতী সন্ধ্যা দ্বিগুণা পরিকীর্ত্তিতা ॥
তথা বর্ষ সহস্রং তু বর্ষাণাং দ্বে শতে তথা।
সন্ধ্যায়া সহ সংখ্যাতং ক্রূরং কলিযুগং স্মৃতং ॥
এবং দ্বাদশ সাহস্রং যদেকং যুগমুচ্যতে।
তদেক সপ্ততি গুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥
দিব্যং দ্বাদশ সাহস্রং যুগস্তু কবয়ো বিদুঃ।
এতদ্ সহস্র পর্য্যন্তং তদহো ব্রাহ্ম উচ্যতে ॥

---

(১) বোম্বাই হইতে প্রকাশিত সংস্করণের ১৯১ অধ্যায় ও কলিকাতায় মুদ্রিত কোন কোন পুস্তকের ১৯৭ অধ্যায়।

* অর্থঃ—"হে জনমেজয়! চারি সহস্র বৎসরে সত্য-যুগ পূর্ণ হয়। তাহার সন্ধি (সন্ধ্যা+সন্ধ্যাংশ) ৮ শত বৎসর। ত্রেতাযুগ তিন সহস্র বৎসরে সম্পূর্ণ হয়; ছয় শত বৎসর তাহার সন্ধি। হে কুরুরাজ! দ্বাপর যুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর। ইহার সন্ধিকাল চারি শত বৎসর। ইহার পরে অতি ভীষণ কলিযুগ আবির্ভূত হয়। ইহার পরিমাণ সন্ধি সহ দ্বাদশ শত বৎসর। এই দ্বাদশ সহস্র বৎসরে এক (দিব্য) যুগ হয়; ইহারই এক সপ্ততি গুণে এক মন্বন্তর হয়। দ্বাদশ সহস্র বর্ষাত্মক দিব্য যুগের সহস্র গুণে ব্রহ্মার এক দিন হয়।"

এখানেও "দৈব" বৎসরের কোনও উল্লেখ নাই।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৫	কলিযুগে	কলিযুগের পরিমাণ
৬	৮	বর্ষ সথ্যা	বর্ষ সংখ্যা
১৭	১৪	ব্রহ্মণোহ্ণ	ব্রহ্মণোহ্ণঃ

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে ও ২০১ নং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।